পাঠক ফোরাম

কয়টা লাশ প্রয়োজন?

নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। চারদিকে পড়ে গেছে সাজ সাজ রব। শহর কিংবা গ্রামে এখন নির্বাচনী প্রচারণা তুঙ্গে। চলছে সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং। আর পাড়ায় পাড়ায় বাধছে এক পক্ষের সঙ্গে অন্য পক্ষের সংঘর্ষ। ছোঁড়া হচ্ছে ইট-পাটকেল, বোমা এমনকি গুলি পর্যন্ত। ফলে প্রতিদিনই সারা দেশে কোনো না কোনো দলের কেউ না কেউ খুন হচ্ছে। কিন্তু এর শেষ কোথায়? তাই দুই নেত্রীর কাছে জানতে চাই, আপনারা ঠিক কতটা লাশ হলে নির্বাচনে জয়ী হতে পারবেন?

ইমতিয়াজ
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

পণ্যে ভেজাল

বিএসটিআই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির সুবাদে বাংলাদেশ ভেজাল পণ্যে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় সব ক্ষেত্রে আজ ভেজালের আগ্রাসন। টাকা দিয়ে জিনিস কিনে প্রতারিত হচ্ছে মানুষ। এসব দেখার কেউ নেই। এখনো সময় আছে জনগণ সচেতন হোন, রুখে দাঁড়ান অর্থলোভী ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
স্বামীবাগ

চাই নিরপেক্ষতা

বিটিভি বা এটিএন বাংলা কোনো চ্যানেলই রাজনৈতিক দূষণের অভিযোগমুক্ত নয়। বিটিভি তো একেবারেই তৎকালীন সরকার মাধ্যম। যখন যে তার ব্যক্তিগত। একেবারেই নিরপেক্ষ। জনগণের, দেশের প্রচারমাধ্যম হিসেবে কি কোনো প্রচারমাধ্যম, কোনো চ্যানেল আসতে পারে না?

তাহমিনা জলি
ইডেন মহাবিদ্যালয়, ঢাকা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ সমগ্র বিশ্বে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এসব অধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই কোনো রাষ্ট্রের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এসব মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কায়েমী স্বার্থসিদ্ধি হাসিলের জন্য। আর তাই শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দেশে National Human Rights Commission প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে এরকম একটি উদ্যোগ শুরুতেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে অজ্ঞাত কারণে। জনগণ যেন অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ ভোগের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্যের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের দায়িত্ব আরও বেশি। আর তাই নির্বাচনের পূর্বেই প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহকে অঙ্গীকার করতে হবে যে ক্ষমতায় গেলে তারা National Human Rights Commission প্রতিষ্ঠা করবে। এটা প্রতিষ্ঠা করলে দেশের জন্য যেমন মঙ্গলজনক হবে, ঠিক তেমনি সমগ্র বিশ্বেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

কামরুল, জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কিভাবে বেঁচে আছি

গত ২১ আগস্ট বগুড়ার নয়মাইল নামক স্থানে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ১২ জনের প্রাণহানি এবং ১৮ জন আহত হয়। এদের অনেকেই ভবিষ্যতে পঙ্গু জীবন যাপন করবে। দুর্ঘটনাটা ঘটে একটি ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে। হায়রে দুর্ভাগা দেশ আর তার জাতি! 'সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টন' লেবেল মার্কা চলাচলের অযোগ্য কোনো বাহন যখন 'বারো টন' ওজন চাপিয়ে রাস্তায় চলে এবং দশ-পাঁচ টাকা ট্রাফিককে দিয়ে নিরাপদে রাস্তার কর্তৃত্ব কিনে নেয় তখন দুর্ঘটনা ঘটাই তো স্বাভাবিক। আমাদের বাসগুলোতেও যাত্রী ধারণ ক্ষমতার বাইরে রীতিমত জোর জবরদস্তি করে যাত্রী তোলা হয়। ভাবলে অবাক লাগে কিভাবে বেঁচে আছি আমরা!

রাজ্জাকুল হায়দার
লাকী ভিডিও, বগুড়া-৫৮০১

সচেতনতা

আমরা সাধারণ জনগণ নেতা-কর্মীদের প্রচারে এখন বিশ্বাসী নই। আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে দেশের সাংবাদিকরা। রাজনীতিবিদরা এখন গোপনে যাই করুন না কেন, ঠিকই তা কাগজে চলে আসছে। দলীয় নেতা-কর্মীরা দলগত অন্ধভক্ত হতে পারে কিন্তু আমরা নই। আর বেশিদিন আমাদের বোকা বানিয়ে জিম্মি করে রাখা যাবে না। আসুন আমরা সচেতন হই, আমাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকারী রাজনীতিবিদদের প্রতি।

ফেরদৌসী লুনা
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

আলোকিত বিবেক চাই

নির্বাচনের আর মাত্র অল্প কয়েকদিন বাকি। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমালোচনা ও বিরোধিতায় মেতে রয়েছে তাতে আমাদের মত সাধারণ মানুষ খুবই চিন্তিত ও শঙ্কিত। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র কাছে দেশ বা দেশের মানুষ তুচ্ছ। এদের রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ক্ষমতা লাভ করা। ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থই তাদের কাছে আসল। তা না হলে আজ তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে সন্ত্রাস দমনের জন্য কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে, তখন কেন আওয়ামী লীগ ও তার অনুগতরা এত ক্ষেপে যাচ্ছে? সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে আসলেই তারা কতটা আন্তরিক, তাতে সন্দেহ আছে। নীতিহীন, আদর্শহীন, বিবেকহীন নেতা-কর্মীর কথা বাদ দিলাম। কিন্তু দেশের লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক-কলামিস্টের বিবেকও কি পচে গেছে? নষ্ট হয়ে গেছে? তারা কি শুধু আওয়ামী লীগ বা বিএনপি'র জন্য নিবেদিতপ্রাণ? আওয়ামী বা বিএনপি বিবেক নয়, আমরা চাই আত্মশুদ্ধির বিবেক, আমরা চাই আলোকিত ও সৎ চিন্তার বিবেক।

শবনম, গেন্ডারিয়া, ঢাকা

সেইসব শিশু

সমাজ দূষণে জন্ম নিচ্ছে অসংখ্য পিতৃ পরিচয়হীন শিশু। অথচ এ লজ্জা তো আমাদের। কিন্তু আমরা সেইসব অসহায় শিশুদের অবজ্ঞা করছি, অবহেলা করছি। কিন্তু তাদের অপরাধ কোথায়? আসুন সব শিশুকে সমানভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করি।

প্রিন্স
মতিঝিল

দুর্নীতি

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১০ আগস্ট সংখ্যায় তেল ও গ্যাস নিয়ে জানা হলো দুর্নীতির কথা। কিছুদিন আগে টিআইএ'র রিপোর্টে জানানো হলো দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ১ নম্বরে। শুরু হলো তুমুল হৈ চৈ। দুর্নীতি বাংলাদেশকে ভয়ঙ্কর এক কালো মেঘের মতো আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সমাজের প্রতিটি স্তরে স্তরে। দুর্নীতি নামের এই অনিয়মটাই যেন নিয়ম।

হোসেন সাবেদ আলী
গুপ্তপাড়া, রংপুর-৫৪০০

ব্যক্তিকে ভোট দিন

বিএনপি ক্ষমতায় গিয়ে আমাদেরকে যতটা হতাশ করেছিল, আওয়ামী লীগও ক্ষমতায় গিয়ে ঠিক ততটাই হতাশ করেছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে দুটি দলই। দুটি দলই ক্ষমতায় গিয়ে জাতীয় স্বার্থের জন্য এমন কিছু করে যেতে পারেনি যাতে করে মানুষ তাদের ওপর ভরসা করতে পারে। অনেকে বলেছেন, ভোট দেবেন না আবার অনেকে বলছেন একই ব্যালট পেপারে দুটি ভোট দেবেন যাতে করে আপনার ভোট নষ্ট হয় যায়। কিন্তু কেন ভোট দেবেন না অথবা ভোট নষ্ট

টোকাই

করবেন? তাহলে আমরা ভোট দেবো কাকে? দলগুলোর যে পরিস্থিতি এতে কেবল দল দেখে নয় বরং পছন্দের ব্যক্তিটিকে ভোট দেয়া উচিত। এলাকার প্রার্থীদের মাঝে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিন। সে যে দলেরই হোক না কেন।

মামুন
সিঙ্গাপুর

আওয়ামী সরকারের অবদান

টাকার শেয়ার বাজারের সূচক ৩৫০০ থেকে ৬০০তে নেমে এলো। বৈদেশিক মুদ্র রিজার্ভ সর্বনিম্ন পর্যায়ে এসে ঠেকলো, ১৭/১৮ বার টাকার অবমূল্যায়ন ঘটানো হলো, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য গড়ে অন্তত ৩০% বেড়ে গেলো, ভারতীয় বৈধ-অবৈধ পণ্যে বাংলাদেশের বাজার সয়লাব হয়ে গেলো, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্বের সব রেকর্ড ভঙ্গ করলো, খুন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি বিশ্বের সর্বদেশের সর্বকালের সব রেকর্ড অতিক্রম করে গেলো, পুলিশ সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ, গণনির্যাতনকারী নষ্ট সংস্থা হিসেবে দেশে-বিদেশে চিহ্নিত হলো, বিশ্বের এক নম্বর দুর্নীতিবাজ দেশে হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেলো, বিদ্যুৎ সেক্টরের চরম দুঃসহ অবস্থা সৃষ্টি, যানজট, পরিবেশ দূষণ, পার্বত্য চুক্তি, ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদি অসম পানি চুক্তি, ট্রানজিট প্রদান সাবেক আওয়ামী সরকারের অবদান। তাই নয় কি?

বজলুল করিম লাডলা
পিলখানা, ঢাকা-১২০৫

এসিড নিক্ষেপ

সেদিন একুশে টিভির খবরে দেখলাম, দশম শ্রেণীর একজন কিশোরী বিয়েতে রাজি না হওয়ায় এসিড মেরে তার মুখ ঝলসে দেয়া হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, দেশে কি কোনো আইন নেই? পত্রিকায় পড়ি এসিড নিক্ষেপকারী দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সাইফুল
মিতালী হোটেল, রিয়াদ

স্কুলটিকে বাঁচান

চুয়াডাঙ্গা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' চুয়াডাঙ্গা জেলার মধ্যে মেয়েদের জন্য সব চেয়ে বড় স্কুল। সেই হিসেবে এই স্কুলের পড়াশোনার মান, খেলাধুলা ও সার্বিক কার্যক্রম খুবই সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হবে এটাই সকলের কাম্য। সেই ধারা এক সময় বজায়ও ছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এই স্কুলের বর্তমান অবস্থা এতটাই নাজুক যে, সবার মনে এখন একটাই প্রশ্ন– এটা স্কুল নাকি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান? এই মুহূর্তে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সফুরা খাতুন ও সহ-প্রধান শিক্ষিকা লীনা ইসলাম (যাকে সবাই কল্যাণী আপা বলে জানে)। দু'জনই চুয়াডাঙ্গার স্থায়ী বাসিন্দা। স্কুলটি সরকারি হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে কখনো অন্য কোথাও বদলি হতে দেখিনি। তাদেরই মত আরেকজন শিক্ষক বিমল চন্দ্র মন্ডল (যিনি পন্ডিত স্যার নামে পরিচিত) তাকেও কখনও বদলি হতে দেখিনি। এই তিনজনের সঙ্গে আরেকজনের নাম বলি, আইয়ুব হোসেন। এই চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুলের বিভিন্ন ফান্ডের টাকা আত্মসাৎ করছে। কর্তৃপক্ষের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, এই চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকার বিরুদ্ধে (বিশেষ করে লীনা ইসলাম ও বিমল চন্দ্র মন্ডল) উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে স্কুলটি সত্যিই কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে।

সঞ্চয় কুমার বিশ্বাস
চুয়াডাঙ্গা

বিশ্ববিদ্যালয়-চলচ্চিত্র

বাংলাদেশে নাটকের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রশংসিত। নাটক নিয়ে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনও হচ্ছে অনেক দিন। কিন্তু চলচ্চিত্র বিষয়ে এ দেশে এখনও পড়াশোনার সুযোগ হয়নি। বেসরকারি বিভিন্ন চলচ্চিত্র বিষয়ক কোর্স থাকলেও তা পূর্ণাঙ্গ নয়। চলচ্চিত্র আমাদের অন্যতম শিল্প মাধ্যম। বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে ফিল্ম স্টাডিস নিয়ে পিএইচডি পোস্ট ডক হয়, আমাদের এখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ বিষয়টি নেই। তাহলে উন্নত, ভালো মানসম্পন্ন ছবি আমরা আশা করবো কিভাবে? বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাই চলচ্চিত্র বিষয়ে পঠন-পাঠন এখন জরুরি।

তানভির ফয়সাল
পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা

রা জ নৈ তি ক অ ঙ্গী কা র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম প্রধান গণতান্ত্রিক দেশ। সম্প্রতি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের কাছে দেশের প্রধান দুটি দল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা রক্ষা করলে আসন্ন নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হতে বাধ্য এবং আগামীতে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সহজ হবার সম্ভাবনা অনেক। কার্টারের কাছে দুই নেত্রী সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় না দেয়া, নির্বাচনী কমিশনের আচরণবিধি মেনে চলা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে সহায়তা দান, হরতাল-ধর্মঘট না করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছেন। নির্বাচনে জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন, সংসদ করার অঙ্গীকার করেছেন। তবে এ অঙ্গীকার যদি সত্য ও সৎ হয়ে থাকে তবে এ দেশে গণতান্ত্রিক বিকাশ সত্যিই সম্ভব হবে।

শিশির, পূর্ণিমাপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

নির্বাচনে মোবাইল

নির্বাচন কমিশন আসন্ন সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ১ দিনের জন্য মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মোবাইল ফোন জীবনযাত্রাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এটাও সত্য, মোবাইল ফোনের কারণে বর্তমানে খুন, রাহাজানি, ডাকাতিও ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে, যার কারণে সন্ত্রাসীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারছে না সহজে। নির্বাচন উপলক্ষে ইদানীং মোবাইলের হিড়িক পড়ে গেছে। যেহেতু নির্বাচনে ব্যাপক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে, সেহেতু নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা শুধু ঐ দিনের জন্য না হয়ে দুই দিন বা প্রয়োজনে তিন দিনের জন্য মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ হলে তা আরো ভালো হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে।

ইকবাল পাশা
চকবাজার, চট্টগ্রাম

রাজউক

দু'টি গণতান্ত্রিক সরকার এলো গেলো, কিন্তু রাজউকের প্লট বরাদ্দের অনিয়ম গেলো না। অবস্থা এমন যে, ক্ষমতায় যে দল যায় 'রাজউক'ও তার হয়ে যায়। তন্মধ্যে বিগত সরকারের আমলে দলীয় পোষ্যদের প্রবাসী বানিয়ে প্লট বরাদ্দ দিয়ে আসল প্রবাসীদের করা হয়েছিল বঞ্চিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টার প্রতি অনুরোধ, অবিলম্বে 'পূর্বাচল' প্রকল্পের বরাদ্দ প্রদান করুন, নচেৎ এটাও অদূর ভবিষ্যতে বিএনপি বা আওয়ামী পল্লী হয়ে যাবে।

জাকির হোসেন নয়ন
নিউইয়র্ক